সউত-আল-হিন্দ

শা'বান ১৪৪১

তালিবান

জিহাদ থেকে রিদ্দাহ'র দিকে

طالبان --- من الجهادإلى الردة

সূচীপত্র

সংখ্যা ০২

বিজয়ের পূর্বশর্ত

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

“নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মু'মিনগণ বলছিল, ‘কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য’? জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী”

(আল-বাক্বারা ২১৪)

ইমাম আত-তাবারী ﷺ বলেছেন, “এখানে যা বুঝানো হয়েছে তা হলো, হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তোমাদের উপর অস্বচ্ছলতা, কষ্টভোগ ও পরীক্ষাসমূহ আপতিত হওয়া ব্যতীত যা আপতিত হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যারা ছিলেন নবী-রাসূলগণের অনুসারীদের মধ্যকার? তোমাদেরকেও পরীক্ষা করা হবে যেমনভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল; ‘মারাত্মক দারিদ্র্যের’ মাধ্যমে, যা হলো চরম অস্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন, এবং ‘রোগাক্রান্ত’ হওয়ার মাধ্যমে, যা হলো ব্যথা ও অসুস্থতা। কিন্তু তোমাদেরকে এখনো শিহরিত করা হয় নি যেমনভাবে তাদেরকে শিহরিত করা হয়েছিল। অর্থাৎ, তোমরা এখনো তোমাদের শত্রুদের হাতে তীব্র ভয় ও ত্রাস হজম করো নি, এজন্য তোমরা ভাবছো আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরি হচ্ছে এবং বলছো, ‘আল্লাহ কখন আমাদের সাহায্য করবেন?’। তারপর আল্লাহ তাদের বললেন তাঁর সাহায্য তাদের নিকটেই, এবং এও বললেন যে, তিনি তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং শত্রুদের পরাজিত করবেন। তারপর তিনি পূরণ করলেন তাঁর ওয়াদা, এবং তাদের বাক্যকে উঁচু করলেন, এবং যুদ্ধের সেই আগুনকে নিভিয়ে দিলেন যা কুফফাররা প্রজ্জ্বলিত করেছিল” - তাফসির আত-তাবারী (৪/২৮৮)

খাব্বাব বিন আল-আরাত ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, “আমরা বললাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কেন আমাদের সহায়তার জন্য আল্লাহকে ডাকছেন না? কেন আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দুয়া করছেন না?’। তিনি বললেন, ‘তোমাদের পূর্ববর্তী এক লোকের মাথার অগ্রভাগে করাত স্থাপন করা হতো এবং তার পা পর্যন্ত চিরে ফেলা হতো, এবং তার চামড়া ও হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার চিরুনি দিয়ে আচড়ানো হতো, তথাপি তা তার দ্বীনকে পরিবর্তন করতে পারতো না’ তিনি তারপর বললেন, ‘ওয়াল্লাহি ! আল্লাহ এই দ্বীনকে ছড়িয়ে দিবেনই যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো মুসাফির সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত সফর করবে (দুটি স্থানই ইয়েমেনে, কিন্তু পরস্পর হতে ব্যাপক দূরত্বে অবস্থিত), আর এই সফরে আল্লাহ ও অতঃপর তার মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া অন্য কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা খুবই তাড়াহুড়ো করছো” (আল বুখারি ৩৬১২)

আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী, কিন্তু তা ঐ সকল লোকদেরর জন্য নয় যারা কিনা শুধু ঈমানের কিংবা মুসলিম হওয়ার দাবী করে; বরং এটা তাদের জন্য যারা সত্যিকার অর্থে অন্তর থেকে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেদের দায়িত্ব পালন করে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন এবং তিনি তাদের দ্বীনকে অবশ্যই কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ‘ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে আমার শরীক করবে না। এরপর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে তারাই ফাসিক। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও”

(আন-নূর ৫৫-৫৬)

ইবন কাসীর ﵀ বলেছেন, এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ওয়াদা তাঁর রাসূলের নিকট যে, তিনি তার উম্মাহকে ভূমিতে কর্তৃত্ব দান করবেন। অর্থাৎ, লোকেদের আমীর হওয়া ও তাদের উপর শাসক মনোনীত হওয়া, এবং তাদের মাধ্যমে জনগণের বিষয়সমূহ সঠিক করা হবে ও লোকেরা তাদের শাসনের নিকট আনুগত্য করবে, এবং মানুষদেরকে পক্ষ থেকে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার পরে তারা নিরাপত্তা ভোগ করবে ও তাদের উপর শাসন চালাবে। এবং, পরাক্রমশালী ও মহামহিমান্বিত তিনি নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে মক্কা, খায়বার, বাহরাইন, পুরো আরব উপদ্বীপ ও সম্পূর্ণ ইয়েমেনের উপর বিজয় দান করেছিলেন; তিনি হাজারের অগ্নিপূজকদের নিকট থেকে ও বৃহত্তর সিরিয়ার সীমান্তবর্তী কিছু অঞ্চলসমূহ হতে জিযিয়া গ্রহণ করেছলেন। হিরাক্লিয়াস, যে ছিল বাইজেন্টাইনের শাসক, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে উপঢৌকন বিনিময় করেছিল, যেমনটা করেছিল মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকরা, আল-মুক্বাওক্বিস, ওমানের রাজাবৃন্দ এবং আবিসিনীয় রাজারাও, যারা আশামাহর পর সিংহাসনে এসেছিল; আল্লাহ তার উপর রহম করুন এবং সম্মানিত করুন।

অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন এবং আল্লাহ ﷻ তাঁর নিকট যে সম্মান রয়েছে তার জন্য তাকে বেঁছে নিলেন, তারপর আবু বাক্বর আস-সিদ্দিক ﵁ মুসলিমদের শাসক (খলিফা) হলেন। - তাফসির ইবন কাসির (৬/৭৭)

যদি মানুষজন তাদের রবের প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর শারীয়াহ কায়েমের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়, তবে তা ইংগিত করে তারা কেমন হতে পারে যখন পরাক্রমশালী আল্লাহ ﷻ তাদেরকে জমিনে কর্তৃত্ব দান করবেন। এরাই হচ্ছে তারা যাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সাহায্য ও সহযোগীতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত”

(আল-হাজ্জঃ ৪১)

শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানক্বীতি ﵀, যেসব আয়াত পরাক্রমশালী আল্লাহর সাহায্যের বিষয়ে উল্লেখ করে সেসবের উদ্ধৃতি দিয়ে, মু'মিনদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

‘তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে’- এই শব্দগুলো নির্দেশ করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্যের কোনো ওয়াদা নেই যতক্ষণ না বান্দারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে। যদি আল্লাহ কিছু লোককে জমিনে ক্ষমতা দেন ও তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন, তথাপি তারা সালাত কায়েম করে না, যাকাত দেয় না, কিংবা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করে না, তাহলে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের কোনো ওয়াদাই নেই, কারণ তখন তাদেরকে আল্লাহর দল হিসেবে গণ্য করা হবে না অথবা তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্তও নয়, যাদেরকে তিনি সাহায্যের ওয়াদা দিয়েছেন। বরং তারা হলো শয়তানের দল ও নিকটবর্তী বন্ধু। যদি তারা আল্লাহর ওয়াদার উপর ভিত্তি করে তাঁর নিকট সাহায্যের আবেদন করে, তাহলে তাদের উদাহরণ হলো ওইসব ভাড়াটে কর্মীদের মতো যাদেরকে যে কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল তা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, এবং তারপর পারিশ্রমিক চায়। যে এমনটি করে সে তো মোটেও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে না।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“... নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান”

(আল-হাজ্জঃ ৪০)

পরাক্রমশালী বলতে তাকে বুঝানো হয় যিনি সমস্ত কিছুর উপর প্রবল কিন্তু তাঁর উপর কোনো কিছুই প্রবল নয়, যেমনটা পূর্বে আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি।

এই আয়াতগুলো হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের খিলাফাহর বৈধতার ব্যাপারে নির্দেশ করে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলেন কারণ তারা তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেছেন, এবং সালাত কায়েম করেছেন, যাকাত দিয়েছেন, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছেন। তাই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমতা দিলেন এবং জমিনে পুর্ববর্তী শাসকদের পর তাদেরকে উত্তরাধিকারী করলেন। যেমনটা তিনি ﷻ বলেনঃ

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফাত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন এবং তিনি তাদের দ্বীনকে অবশ্যই কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন... ”

(আন-নূরঃ ৫৫)

ফটো রিপোর্টঃ খিলাফাহ'র হিসবাহ বিভাগ কর্তৃক মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ

সত্য কথা হলো এই আয়াতগুলো, যা উপরে বিবৃত হয়েছে, রাসূলুল্লাহর সাহাবাগণকে ﵃ যুক্ত করে, পাশাপাশি তাদেরকেও যারা সবচেয়ে নির্ভুল পদ্ধতিতে আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করে। উপরের বিষয়গুলোর সাথে সাথে এটি অবশ্যই বুঝতে হবে যে,

রবের সাহায্যপ্রাপ্তির জন্য কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে; যে কেউ এই নীতিসমূহ অনুসরণ ব্যতিরেকেই তাঁর সাহায্য কামনা করে, সে ইসলামী শিক্ষার বিপরীত ও কান্ডজ্ঞানহীন কাজে লিপ্ত। একইভাবে এটাও নিশ্চিতভাবে জানা কথা যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে, মুসলিমদের নিজেদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ এই নিয়মগুলোর অন্তর্ভুক্তঃ

১. ঈমান ও সৎকর্মঃ

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য"

(আন-নূরঃ ৫৫)

২. আল্লাহর দ্বীনের নুসরত, যিনি পরাক্রমশালীঃ

মহামহিমান্বিত রবের সাহায্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমগুলোর একটি হলো, তাঁর দ্বীনের নুসরত করা এবং কথায়, বিশ্বাসে ও কর্মে এর সাথে লেগে থাকা এবং অন্যান্যদেরকেও এর প্রতি আহবান করা।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পাগুলোকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর যারা কুফরী করে , তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিবেন"

(মুহাম্মাদঃ ৭-৮)

৩. আল্লাহর উপর আস্থা রাখা, যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশিঃ

বিজয়ের অন্যতম একটি উপাদান হলো আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে নিজের উপায়গুলোকে প্রস্তুত করা। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"...অতঃপর যখন সংকল্প করবে , তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন"

(আল ইমরানঃ ১৫৯)

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপযুক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা, কারণ তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

(i) আল্লাহর উপর নির্ভর করা ও তাঁর ওয়াদার উপর আস্থা রাখা।

(ii) উপযুক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা, যেভাবে ইসলাম বিধিবদ্ধ করে দিয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না"

(আল আনফালঃ ৬০)

৪. কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শ, যাতে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রস্তুত ও কার্যকরী করা যায়ঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথীদের সাথে পরামর্শ করতেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে, যদিও তার বিচার ছিল নিখুত এবং তার মতামত ছিল উন্নত, যাতে করে সাহাবারা নিজেদেরকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবতে পারেন। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"... এবং যারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে ..."

(আশ-শুরাঃ ৩৮)

৫. যুদ্ধে শত্রুদের সামনে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকাঃ

রবের সাহায্য পাওয়ার একটি অন্যতম উপাদান হলো যুদ্ধে যখন শত্রুদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তখন দৃঢ়তা দেখানো, এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা।

আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোকসকল, শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার আশা করো না, এবং নিজের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও অক্ষত থাকার প্রার্থনা করো, কিন্তু যদি তাদের দেখা পেয়েই যাও, তবে ধৈর্য্য ধরো ও দৃঢ় থাকো এবং জেনে রাখো, জান্নাত হলো তরবারীর ছায়াতলে"

৬. সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গঃ

রবের সহায়তা পাওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যমগুলোর একটি হলো সাহসিকতা ও আত্মোৎসর্গের গুণগুলো অর্জন করা, এবং এটা বিশ্বাস করা যে, জিহাদ মৃত্যুর নির্ধারিত সময়কে কিছুমাত্রও আগ-পিছ করে না। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"তোমরা যেখানেও থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই; এমনকি যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো"

(আন-নিসাঃ ৭৮)

৭. অধিক পরিমাণে দু'আ ও আল্লাহর স্মরণঃ

বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদানগুলোর একটি হলো আল্লাহর সাহায্য অন্বেষণ করা এবং বেশি বেশি তাঁকে স্মরণ করা, কারণ তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান, যিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করতে এবং তার নৈকট্যপ্রাপ্ত আওলিয়াদের বিজয় দানে সক্ষম।

মহামহিমান্বিত আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে আমি তার আহবানে সাড়া দেই । সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরলপথ প্রাপ্ত হয়”

(আল-বাক্বারাঃ ১৮৬)

৮. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যঃ

বিজয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর আরেকটি হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ আনুগত্য করা। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম”

(আন-নূরঃ ৫২)

৯. একতাবদ্ধ থাকা ও ভিন্নমত পোষণ না করাঃ

মুজাহিদগণকে রবের সাহায্য ও তার পক্ষ থেকে বিজয় অর্জনের মাধ্যমগুলি অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে, বিশেষ করে আল্লাহর উপর নির্ভর করা ও একে অপরকে সাহায্য করা, এবং তর্ক ও বিভক্তি পরিহার করা। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।। আর তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্য্যশীলদের সাথে”

(আল-আনফালঃ ৪৬)

১০. ধৈর্য ও দৃঢ়তাঃ

এটা আমাদের জন্য জরুরী যে, আমরা সমস্ত বিষয়ে ধৈর্যধারণ করব, এবং বিশেষ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও”

(আল 'ইমরানঃ ২০০)

১১. আন্তরিকতা কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিঃ

কোনো যোদ্ধা বা সৈনিক ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদ হতে পারবে না যতক্ষণ না আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতার সাথে তার নিয়্যত এককভাবে আল্লাহর জন্যই খালেস হয়।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের ঘর থেকে অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন”

(আল আনফালঃ ৪৭)

১২. মহিমান্বিত ও পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট যা আছে তার আকাঙ্ক্ষী হওয়াঃ

শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনে সাহায্য করে এমন বিষয়গুলোর একটি হলো আল্লাহর রহমত ও দানশীলতা এবং দুনিয়ায় ও আখিরাতে তাঁরই পক্ষ থেকে কল্যাণকর বিষয়গুলোর জন্য তাঁর নিকট আকাঙ্ক্ষী হওয়া।

১৩. নেতৃত্বের জন্য মু'মিনদেরকে মনোনীত করাঃ

রবের সাহায্য ও তাঁর পক্ষ থেকে বিজয় পাওয়ার আরেকটি মাধ্যম হলো সেনাবাহিনী, সামরিক প্রচারণা, সৈন্যদলের নেতা ও যুদ্ধের ফ্রন্টসমূহে এমন লোকদের মনোনীত করা, যারা তাদের পরিপূর্ণ ঈমান ও সৎকর্মের জন্য সুপরিচিত, অতঃপর পরবর্তীতে যিনি উত্তম, অতঃপর পরবর্তীতে যিনি উত্তম। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“...নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে সর্বাধিক তাক্বওয়াবান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন”

(আল-হুজুরাতঃ ১৩)

করোনা ভাইরাস

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একটি আযাব যার উপর তিনি ইচ্ছা করেন, এবং আল্লাহ একে করেছেন মুমিনদের জন্য রহমতস্বরূপ
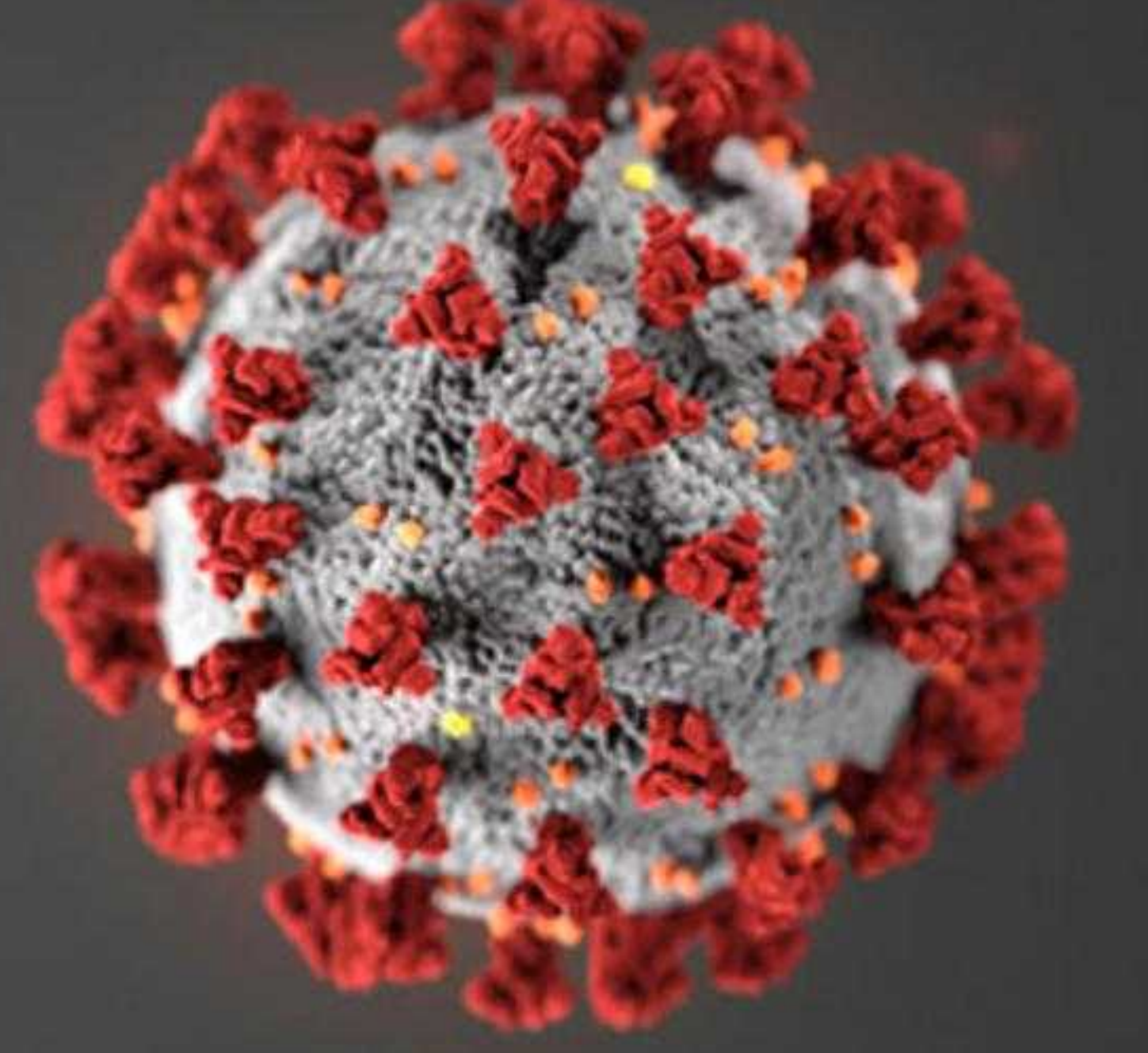
"আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে"
(আস-সাজদাহ ২১)

.....নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আযাব যার উপর তিনি ইচ্ছা করেন, এবং আল্লাহ মুমিনদের জন্য এটিকে বানিয়ে দিয়েছেন রহমতের উৎস। (বুখারি)

হিন্দের জমীনে থাকা হে ইসলামের উত্তরসূরীরা! জেনে রাখুন, রোগাক্রান্ত হওয়া এবং সুস্থ হয়ে ওঠা শুধুমাত্র আল্লাহর নির্দেশেই ঘটে; এর কোনোটিই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে হতে পারে না। কোভিড-১৯ আক্রান্তের নিরবিচ্ছিন্ন সংখ্যাবৃদ্ধির হার, যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা কুফফারদের জন্য শাস্তি এবং মুমিনদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এনেছে।

হে মুওয়াহহিদীন, আপনাদের সাথে যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুতি নিন এবং জেগে উঠুন! এবং কুফফারদের জন্য এটিকে আরো কঠিন করে দিন। আর মুমিনদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন এবং এই সময়গুলোতে তাদেরকে সহায়তা করুন। আপনাদের ভুলে গেলে চলবে না, কুফফাররা মসুল, বাগুজ, কুনার, সিরত ও মারাউইতে আপনাদের মুওয়াহহিদীন ভাই-বোনদের সাথে কেমন আচরণ করেছে, তাদেরকে ধ্বংসস্তুপের নিচে জীবিত চাপা দিয়েছে, বোমাবর্ষণ ও বিমানহামলা দ্বারা তাদের দেহসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে, তাদের হাজার-হাজার জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যেখানে জীবিত থাকার চেয়ে মৃত্যুই অধিক প্রিয়। কত মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধ অসুস্থতার কারণে মারা গেছেন আর তাদের মধ্যে এমনও ছিলেন যারা ক্ষুধায় মারা গিয়েছিলেন, এবং তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা এখনো আপনাদের সাহায্যের প্রত্যাশায় আছেন।

তা সত্বেও, ভারতের মুসলিমরা যে নির্যাতন সহ্য করেছেন তা কারো নিকটই গোপন নয়। মুসলিমদের মধ্য থেকে কত জনকেই না মির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে আর কত সংখ্যক মসজিদই না গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! এই বর্বরতা আর নির্যাতনের মধ্যকার কত ঘটনা আছে যা বর্ণনাই করা হয় নি!

হে তাওহীদের ঘোড়সাওয়াররা, এটা আপনাদের জন্য অবশ্যপালনীয় যে আপনারা আপনাদের মুসলিম ভাইদের ব্যাপারে মনোযোগী হবেন যেমনভাবে আপনারা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে মনোযোগী এবং জিহাদ করবেন যাতে কুফফারদের জেলখানা থেকে তাওহীদের সন্তানদের মুক্ত করা যায়। এ কাজে নিজেদেরকে ক্লান্ত করে ফেলুন এবং এ ব্যাপারে সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং এতে অকৃতকার্য হবেন না!

নিঃসন্দেহে, আল্লাহ এই রোগকে কুফফার দেশগুলোর মধ্যে একটি চরম বিশৃংখলার উৎস বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের রাস্তাসমূহ ও অলিগলিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশদের মোতায়েন করা হয়েছে, এভাবে তারা সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে সুতরাং, একটি তরবারী কিংবা ছুরি দ্বারা তাদেরকে আঘাত করার এই সুযোগটিকে কাজে লাগান অথবা একটি রশিই যথেষ্ট তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে দিতে, তাদের রক্ত দ্বারা রাস্তাগুলো পূর্ণ করে দিন। নিশ্চয়ই, এটি হলো কুফফারদের উপর আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি, অতএব এটিকে তাদের জন্য আরো কঠিন করে দিন। আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন, যারা তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করে, এবং আল্লাহ তাঁর কার্যাবলীর ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।

তালিবান

জিহাদ থেকে রিদ্দাহ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মহান, শক্তিশালী, এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার উপর যাকে তরবারী দিয়ে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

“এবং তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে”
(সফফাতঃ ২৪)

এবং গৌরবময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তিনি আরো বলেনঃ

“...তাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে”
(যুখরুফঃ ১৯)

উবাদা ইবনু আস-সামিত ﵁ বর্ণনা করেছেন, “আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ নিকট এই মর্মে বাইআতবদ্ধ হয়েছিলাম যে, আমরা শোনব ও মানবো, স্বাচ্ছন্দ্যে ও কাঠিন্যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়, আমাদের উপর যে দায়িত্বই আসুক তার ব্যাপারে ধৈর্যশীল হবো এবং কর্তৃত্বশীলদের ব্যাপারে কোনো বিতর্ক করবো না, আমরা সত্য বলবো যেখানেই থাকি না কেন, এবং নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবো না” [সহিহ আল-বুখারি ৭১৯৯]

অতঃপর, নিশ্চয়ই, মুজাহিদ শাইখ মোল্লা মুহাম্মাদ উমার ﵀ এর নেতৃত্বে থাকা তালিবান আর আজকের তালিবান – এ দুইয়ের মধ্যে নাম ব্যতীত অন্য কোনো মিল নেই, যিনি স্পষ্টভাবে শাইখ উসামা ইবনু লাদিন ﵀ ও তার অনুসারীদের ক্রুসেডার বাহিনীর হাতে তুলে দিতে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন, এটা তার জন্য অনুমোদনযোগ্য নয় যে মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাহর একজন সদস্যকে তিনি কোনো কাফির ও আল্লাহর শত্রুর হাতে তুলে দিবেন। আর এভাবেই, এটাই ছিল আফগান জনগণের বিরুদ্ধে আমেরিকার সর্বাত্মক যুদ্ধের কারণ। মোল্লা উমার এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেছিলেন, কারণ তার নিকট ‘আল ওয়ালা ওয়াল বারা’র বিষয়ে স্পষ্ট বোধশক্তি ছিল। দ্বীন-আল-ইসলাম মুসলিমদের মাঝে সমঝোতা ও তাদেরকে সমান গণ্য করে এবং তাদের একে অপরকে ভাই-ভাই সাব্যস্ত করে। নবী ﷺ বলেন,

“এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুমও করে না, না তাকে ছেড়ে দেয়, না তাকে নীচু চোখে দেখে। তাকওয়া এখানে (এই বলে) তিনি বুকের দিকে তিনবার ইংগিত করলেন। কোনো মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমকে নীচু চোখে দেখা এক মারাত্মক অন্যায়। একজন মুসলিমের তার তার দ্বীনী ভাইয়ের জন্য অলংঘনীয় বিষয়সমূহ; তার রক্ত, তার সম্পদ এবং তার সম্মান” (সহীহ মুসলিম ৩১/৬২১৯)

এটাই ছিল অতীতে তালিবানের রীতি, যা আমরা তাদের সম্পর্কে জেনেছিলাম, এবং এটাই ছিল তাদের মানহাজ এবং যে কেউই এ থেকে সরে গেলে আমরাও তার থেকে সরে যাব । এটা ছিল সেই তালিবান যাকে আমরা ভালবাসতাম ও গভীরভাবে পছন্দ করতাম, সেই তালিবান যার সাথে আমরা মিত্রতা করতাম ও সহায়তা করতাম। এই ছিল সেই তালিবান যা কুফফারদের দেশসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এবং স্বৈরাচারীদের ঘুম জ্বালাময়ী করে দিয়েছিল। এটা ছিল সেই তালিবান যা প্রবাহিত হতো আমাদের রক্তে এবং অবস্থান করতো হৃদয়ের গভীরে; আমরা একে সমীহ করতাম, সহায়তা করতাম, গভীর শ্রদ্ধা করতাম, সম্মান করতাম, একে সুউচ্চে তুলে ধরতাম; এবং আমরা এর নেতৃত্বের আনুগত্য করতাম, কারণ তারাই ছিলেন পথিকৃৎ, আমরা কোনো সন্দেহকে স্থান দিই নি, একটা নিছক সন্দেহকেও যা আমাদের যে কারো হৃদয়ে অতিক্রম করতে পারে, এবং না আমরা এর বিরুদ্ধে কথা বলে এর কোনো নেতাকে অপবাদ দিয়েছি, নিন্দা কিংবা অবমাননা করেছি। হ্যা, কিন্তু কেন? কারণ তারা ছিলেন অগ্রগণ্য, অনুগ্রহকারী ও ত্যাগী ব্যক্তিগণ, কারণ তারা ছিলেন এই উম্মাহর পথিকৃৎ ও সেসময়ে এর নেতৃবৃন্দ, দ্বীনের মুজাদ্দিদ। এই ছিল মোল্লাহ ওমরের তালিবানের সাথে আমাদের সম্পর্ক।

আর এখন এই হল বর্তমানের তালিবান, যা পরিচালিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী, সেক্যুলার, গণতন্ত্রবাদী এবং মুরতাদ্দীন কর্তৃক, আল্লাহর ক্রোধ ও মুওয়াহহিদীনের শত্রুতা অর্জন করে নিয়েছে তাদের সাম্প্রতিক কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে, যা হলো ক্রুসেডার, মুরতাদ্দীন, রাফিদাহ ও অন্যান্য মুশরিকদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। তারা মুজাহিদিনের প্রতি তাদের শত্রুতা ঘোষণা করেছে এবং ক্রুসেডার, অন্যান্য মুরতাদদ্বীন ও রাফিদাহ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের (মুজাহিদগণের) জিহাদ প্রতিরোধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। তারা জনসম্মুখে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইরানকে তাদের ভবিষ্যত মিত্র বলে ঘোষণা দিয়েছে তালিবান, আমেরিকার বিমানবাহিনী ও মুরতাদ আফগান সেনাদের সাহায্যে, খোরাসান উলায়াহর হাজারো মুসলিমিন হত্যা করেছে। তারা এ সম্পর্কে নির্লজ্জতার সাথে গর্বের সুরে ঘোষণা দিয়েছিল যে, **"আমরা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদ্বীন থেকে নাংগারহার প্রদেশকে পরিষ্কার করেছি"**। তারা এই ঘোষণা দিয়েছিল যাতে তাদের আমেরিকান প্রভুদের নিকট নিজেদের আনুগত্যকে প্রমাণ করা যায়, যার বিনিময়ে তথাকথিত শান্তি আলোচনার জন্য দর কষা-কষি করতে পারে। অতীতেও, যাবীলে উজবেকিস্তানের মুজাহিদগণকে হত্যা করেছিল তালিবান, অপবিত্র রাফিদাহদের খুশি করার জন্য। মুরতাদদ্বীন ও কুফফারদের সাথে মিত্রতা এবং মু'মিনদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করার কারণে তাদের উপর যেন আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়।

আখতার মানসুর স্পষ্টভাবে ২০১৫ সালে ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে তার দেওয়া বার্তায় বলেছে, "আমরা আমাদের প্রতিবেশি, আঞ্চলিক এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্রসমূহের সাথে বিশেষ করে 'ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর' সাথে ভালো ও আইনসম্মত সম্পর্ক রাখতে চাই। ইসলামি ইমারত সারা বিশ্বকে, বিশেষ করে 'ইসলামি দেশগুলোকে' এই বার্তা দিচ্ছে যে, **"আমরা সকল জাতির সাথে সুসম্পর্ক রাখতে চাই এবং তা আরো প্রসারিত করতে চাই"**

তারা কাফিরদের সন্তুষ্টি তালাশ করে এদের ক্রোধ থেকে বাঁচতে চায়, অথচ তা তাদের কিছু মাত্র উপকার করতে সক্ষম নয়। মুসলিম ভূমিগুলোর মাটি শারিয়াহ আইন ব্যতীত অন্যান্য আইন প্রত্যাখ্যান করে, কারণ এই ভূমিগুলো, যা কিনা সাহাবাদের রক্ত ও ঘামের দ্বারা সিঞ্চিত, তা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ব্যতীত অন্য যেকোনো কিছুকেই গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অথচ তালিবান তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূমিগুলো শারিয়াহ আইনের পরিবর্তে গোত্রীয় এবং স্থানীয় জাহেলী আইন দ্বারা পরিচালনা করে আসছে।

আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"তারা কি জাহেলিয়াতের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা ঈমানদারগণের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?"

(আল মায়িদাহঃ ৫০)

"... যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের"

(আল মায়িদাহঃ ৪৪)

শাইখ আল-মুজাহিদ উসামা-ইবনু-লাদিন (দ্বীনের নবায়নকারী), আল্লাহ তার উপর রহম করুন, তার ২২তম বক্তব্যে বলেছিলেন, "যদি লোকেরা ইসলামের সমস্ত বিধানের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, কিন্তু শুধুমাত্র একটি বিধান যেমন রিবার (সুদের) নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে না হয়, এবং তারা সুদভিত্তিক ব্যাংকের অনুমতি দেয়, তবে সে দেশের সংবিধানকে একটি কুফুরি সংবিধান হিসেবে বিবেচনা করা হবে, কারণ তাদের এমন কর্ম এই অর্থ প্রকাশ করে যে, তারা শারিয়াহকে অসম্পূর্ণ বলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পরিপূর্ণতার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসে ঘাটতি আছে, যিনি এই বিধান অবতীর্ণ করেছেন, যিনি মহামহিমান্বিত ও সর্বশক্তিমান। এটা কোনো গোপন বিষয় নয় যে এটি এমন কুফরে আকবার (বড় কুফুরি), যা কোন ব্যক্তিকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। এর সাথে আরো রয়েছে (এটিও একটি বড় কুফুরি যে), এই নির্বাচনগুলো আমেরিকার নির্দেশেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এর যুদ্ধবিমানসমূহ ও ট্যাঙ্ক শেলসমূহের ছায়ায়। সে অনুসারে, প্রত্যেকেই, যারা পূর্ব-জ্ঞান

থাকা সত্ত্বেও এবং তা মেনে নিয়ে এ নির্বাচনসমুহে জড়িত, যার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে; সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে কুফুরি করেছে, লা হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমাদেরকে ওইসব প্রতারকদের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে যারা দলসমূহ ও ইসলামিক গ্রুপগুলোর নামে কথা বলে, এবং তারা মানুষদেরকে এই চাঞ্চল্যকর রিদ্দাহতে অংশ নিতে অনুরোধ করে। যদি তারা একনিষ্ঠ হতো, তবে দিনে রাতে তাদের ভাবনা হতো কেবল পরাক্রমশালী আল্লাহর দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থাকা, এবং মুরতাদ সরকারের সাথে সম্পর্কছিন্ন করা নিয়ে, এবং তারা আমেরিকান ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করে তুলতো। যদি তারা এমনটি করতে অক্ষম হয় তবে তাদের হৃদয়গুলোর উচিৎ প্রত্যাখ্যান করা এবং তাদের উচিৎ মুরতাদদ্বীনদের কর্মসূচীগুলোতে অংশ নেওয়া থেকে কিংবা রিদ্দাহর সভা-সমাবেশ গুলোতে বসা থেকে বিরত থাকা। ইরাক সম্পর্কে আমরা যা উল্লেখ করেছি, সে সমস্ত কিছুই সম্পূর্ণরূপে ফিলিস্তিনের পরিস্থিতির উপরও প্রযোজ্য। দেশটি এখন দখলদারদের হাতে আছে, আর রাষ্ট্রটির সংবিধান হলো মানবরচিত ও জাহিলি, যা থেকে ইসলাম মুক্ত, এবং মাহমুদ আব্বাস নামের প্রার্থীটি একজন দালাল কাফির বাহা'ঈ।"

আফগানিস্তানের আজকের পরিস্থিতি তেমন ভিন্ন নয়। এই কারণেই খিলাফাহর সৈনিকেরা তালিবানের সাথে তাদের সম্পর্কচ্ছেদ ও অবাধ্যতা এবং তাদের বিষয়ে ইসলামী বিধিনির্দেশের ঘোষনা দিয়েছেন। কারণ তার প্রতি কোনো আনুগত্য নেই যে আল্লাহর আনুগত্য করে না এবং তার সাথে কোনো মিত্রতা নেই যে তার আক্বীদাহ থেকে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' মুছে দিয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না"

(আল-মায়িদাহঃ ৫১)

এখন যখন আমেরিকানরা আফগানিস্তান থেকে ফিরে যাওয়া শুরু করেছে, তালিবানের বর্তমান বিপথগামী নেতৃত্ব একে মুসলিমদের বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে। যাই হোক, ব্যাপার সেটা নয়, কারণ আমেরিকানরা বিশ বছর আগে যেসব নীতিসমূহের উপর দাঁড়িয়ে ছিল, যখন তারা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল; তারা কিন্তু এখনো সেসমস্ত নীতিসমূহের উপরই দাঁড়িয়ে আছে, যা হলো তথাকথিত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র। তা সত্ত্বেও, তালিবান ২.০ তাওহীদ ও 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' থেকে নিজেদের মানহাজকে পরিবর্তন করে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে নিয়ে আসার মাধ্যমে নিজেদের উপর আল্লাহর ক্রোধকে জাগ্রত করেছে, এবং ইসলামের চূড়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহকে বর্জন করে আমেরিকার সামনে নতি স্বীকার করেছে। কিন্তু তারা এটা সামান্যই জানে যে, জিহাদ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে যতক্ষণ না দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা"

(আল-মায়িদাহঃ ৫১)

জাবির ইবন সামুরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এই দ্বীন সদা বিদ্যমান থাকবে এবং আমার উম্মত হতে মুসলিমদের একটি দল সর্বদাই এই দ্বীনের হিফাযতের জন্য যুদ্ধ করতে করতে থাকবে যতক্ষণ না ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়"

(সহিহ মুসলিমঃ ১৯২২)

"আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না"

(ইউসুফঃ ২১)

এবং সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহরই জন্য।

সাহসিকতার জাতি

সংকল্প ও সাহসিকতার অধিকারীগণ, যারা ময়দানে অস্ত্র কাঁধে বক্ষকে ঢাল বানিয়ে করে যায় প্রতিরক্ষা ;
পথ যতই হয় ঝুঁকিপূর্ণ, তাদের ঈমানও হয় ততই দৃঢ়চিত্ত ;
দিনে ও রাতে, তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ফুরকান-স্বরূপ উহুদ ও বদরের পানে ;
কুরআনে তা হয়েছে ঘোষিত, বিজয়ের মুকুট যে পায় শুধু তাদের মাথায় শোভিত ।

হাজারো দুঃখ, দুর্দশা এবং প্রতিটি নির্মমতা ও নির্যাতনে ;
তাদের মনোবল হয় শুধুই উন্নত, পতাকা তাদের সমুন্নত, দৃঢ়পদ তারা প্রতিটি মুহূর্তে ;
কুফফার জাতিগুলো তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্ত সমেত লিপ্ত প্রবল সংঘর্ষে
তবু তাদের চক্ষু নয় অশ্রুসিক্ত, নয় তাদের সারি বিভক্ত, কলিজাগুলো পূর্ণ তাদের নির্ভীকতায় ।

দুর্দশার আওয়াজ, শত কাঠিন্য তাদেরকে প্রবল কম্পনে দিচ্ছে ঝাঁকিয়ে ;
কিন্তু তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; ত্যাগে ও উচ্চতর মনোবলে ;
লক্ষ্য তাদের পরিষ্কার, কিন্তু পথটি কন্টকময় ও সুদীর্ঘ ;
তবু বর্শা আঁকড়ে জান্নাতের পানে তাদের কাফেলা চলছে এগিয়ে।

যুগবাসীরা নিমজ্জিত, উদাসীনতা আর পার্থিব ভোগবিলাসের মাঝে ;
নিপতিত তারা জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম আর শত দুশমনি ফিতনার কবলে ;
প্রতিটি চূড়ায় কিংবা সংকীর্ণতায়, মরুভূমিতে কিংবা উদ্যানে, তারা চলমান সম্মুখপানে ;
কাফনের কাপড় পরিহিত এ বীরের দল, নিহত হওয়াই যাদের সম্মান আর লক্ষ্য থাকে ।

মোবারকবাদ ইসলামের এ সিংহদের, যখন বের হয় তারা শিকারে ;
পেছনে তারা তাকায় না আর ফিরে, এমনকি যখন অনড় পাহাড়ও যায় পেছনে ফিরে ;
অবশেষে অভিশপ্ত কুফফারদের করে তারা লাঞ্ছনার আগুনে দগ্ধ ;
অথবা নিজেদের সুঘ্রাণময় রক্ত দ্বারাএ যুগের ললাটকে করেছিল আচ্ছাদিত ।

নিদারুণ যন্ত্রণা, অন্ধকার রাত্রি কিংবা কাঠিন্যে; যখন প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত ;
আশ্চর্যজনক মনোবলের অধিকারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পুরুষেরা তখনও থাকে দৃঢ় ;
রবের সাহায্যধন্য এ পুরুষদের পরাজিত করা সম্ভব কি করে ;
কাজেই বলে দাও সমস্ত কুফফারদের, তোমরা মরো এখন রাগে-ক্ষোভে জ্বলে পুড়ে ।

আবু হামজা আল কাশ্মীরি

- ভাইয়ের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী

ভাই আদিল রাহমান (আল্লাহ তাকে কবুল করুন)

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য ও ক্ষমা কামনা করি, এবং আমাদের নফসের ক্ষতি ও আমলসমূহের মন্দ পরিণাম হতে আল্লাহর কাছেই আশ্রয় চাই। যাকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন তাঁর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর,

“ যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদের দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল ”

(আল-আহযাবঃ ২২)

হে মুসলিমগণ, আমরা আপনাদেরকে তাওহীদ ও এর ভিত্তিতে ঐক্যের দিকে আহবান করি, আর এর উপর ভিত্তি করেই আমরা আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ঘোষণা দিই। এবং আমরা আপনাদেরকে সকল প্রকার বিপথগামীতা ও ভুল রীতি-নীতিসমূহ অস্বীকার করতে আহবান করি, যেমনঃ শির্ক, কুফর, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ; আমরা আপনাদেরকে বিশুদ্ধ তাওহীদে বিশ্বাস, আল-ওয়ালা ওয়াল-বার'আ, কুফর বিত তাগুত এবং একজন ঈমামের অধীনে জিহাদের ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকার জন্য আহবান করি। নিশ্চয়ই তারাই সফলকাম যারা তাওহীদের সত্যিকার আহবানে সাড়া দিয়েছে এবং সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত যে বিমুখ হয়ে এই আহবানকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা, মু'মিনদের বিরুদ্ধে শয়তানের বাহিনীসমূহ একটিমাত্র শিবিরে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার লড়াই তার চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে, এভাবে এ দুইয়ের মাঝে আর অন্য কোনো পথ নেই। হয় কেউ কাফির, মুনাফিক্ব ও মুরতাদদের সারীতে; আর না হয় সে সত্যবাদী মুজাহিদগনের সারীতে। হে মুসলিমগণ! আমি আপনাদেরকে খিলাফাহ'র সাহায্যকারী হতে এবং এর সারীসমূহকে শক্তিশালী করতে আহবান করছি। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা সর্বদাই বিজয়ী, আমাদের জন্য শুধুমাত্র দুটি সম্ভাব্য গন্তব্য রয়েছে, হয় আমরা শাহাদাহ অর্জন করব অথবা বিজয়ী হবো।

“ বল, ‘তোমরা কেবল আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ, আর আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আযাব দেবেন অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ' ”

(আত-তাওবা ৫২)

আমাদেরকে পরাজিত করার কোনো পথই নেই যদিও বা বর্তমান সময়ে আমাদেরকে গুহা কিংবা পাহাড়ে আশ্রয় নিতে হচ্ছে, যেমনটা আবু বাক্করের সাথে আমাদের প্রিয় রাসূলকেও নিতে হয়েছিল এবং আসহাবে কাহফও গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন যার ব্যাপারে ক্বুরআনে বর্ণিত হয়েছে। নাহ, আমরা কখনই তাওহীদের পথকে ত্যাগ করবো না; না আমরা দুনিয়াব্যাপী তাওয়াগ্বীতদের সামনে মাথা নত করবো। হ্যা, আমরা তাওহীদের উপর অটল থাকবো, এমনকি যদিও বা আমাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় যেমনভাবে আসহাবুল উখদুদকে (পরিখার অধিবাসী) আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং এমনকি যদি আমাদের সকল ভাইরাও শহীদ হয়ে যান; চূড়ান্তভাবে এই দুনিয়ার উত্তরাধিকারী হবেন শুধুমাত্র তাকওয়াবান মু'মিনরাই। এটা তো প্রথমত আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা, অতঃপর আপনাদের জন্যও যে আপনারা কাদের পক্ষে থাকতে ইচ্ছা করেন! কুফরের সারিতে নাকি ন্যায়নিষ্ঠ মু'মিনদের সারিতে।

হে মুসলিমগণ! আপনারা কি ক্বুরআনের এই আয়াতকে গ্রহণ করেন **"তোমাদের জন্য সিয়ামকে ফরয করা হয়েছে"** (আল-বাক্বারাঃ ১৮৩), অথচ এই আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেন! **"তোমাদের জন্য যুদ্ধকে ফরয করা হয়েছে"** (আল-বাক্বারাঃ ২১৬)। নিশ্চয়ই এ কারণেই পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে তারা কিতাবের কিছু অংশ গ্রহণ করতো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করতো।

হে ফিতনাগ্রস্থ লোকেরা! এটা কিভাবে আপনাদের মাথায় আসলো যে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ কুফফারদের এজেন্ট, যখন বাস্তবতা হলো আমরা পুরো দুনিয়ার তাওয়াগ্বীতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি এবং আমরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করার নির্দেশ দেই। আপনারা কি অধিকাংশ লোকেদের দ্বারা ধোকাগ্রস্থ হয়েছেন? তাহলে ক্বুরআনে আল্লাহ ﷻ কি বলেন শুনুন; নাকি ঐ সকল অসাধু আলেমদের দ্বারা যারা কিনা মুরতাদ শাসকদের সামনে একটি শব্দও সত্য বলতে সাহস করে না, নাকি দাজ্জালি মিডিয়া কর্তৃক যার ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে মিথ্যা ও অসত্যের উপর? তাহলে জেনে রাখুন আল্লাহ ﷻ বারবার ক্বুরআনে বলেছেন, অধিকাংশ লোকেরা সবসময়ই ক্ষতিগ্রস্থ, অকৃতজ্ঞ, অজ্ঞ, বিদ্রোহী ইত্যাদি। নিশ্চয়ই, কুফফার, মুরতাদ, ধর্মদ্রোহী ও মুশরিকরা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেছে অথচ তারা এর বিনিময়ে পরাজয় আর ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই পাবে না, কারণ আল্লাহ ﷻ বলেনঃ

"নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে সমবেত করা হবে"

(আল-আনফালঃ ৩৬)

পরিশেষে আমরা মুজাহিদদেরকে উপদেশ দিতে চাই যেন তারা ধৈর্যধারণ করেন ও দৃঢ় থাকেন, কারণ বিজয় আসে ধৈর্যের মাধ্যমে এবং যুবকদের প্রতি আমরা বলতে চাই যে, আপনাদের উচিত আন্দোলনসমূহ, স্লোগান এবং পাথর ছোঁড়া থেকে দূরে থাকা; এবং এর বিপরীত পদ্ধতিগুলো কাজে লাগানো যেমনঃ পেট্রোল বোমা বা ছুড়ি, যাতে কুফফারদের উপর কঠিন ক্ষয়ক্ষতি চাপানো যায়, এবং যাতে গুলির মাধ্যমে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া এড়ানো যায়। কাশ্মীরের বোনদের নিকট আমরা উপদেশ দিতে চাই, আপনারা আন্দোলন ও মার্চসমূহ থেকে নিজেদের দূরে রাখুন এবং নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করুন ও পর্দা বজায় রাখুন।

সুতরাং, কাফিরদের ধ্বংস করে দিন

আল্লাহ বলেনঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ

আর আল্লাহ চেয়েছিলেন তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে, আর কাফিরদের মূল কেটে দিতে

আনফালঃ ০৭

১

« হে হিন্দের মুওয়াহহিদগণ! তাওয়াগীত ও মুরতাদদের জান ও মাল আপনাদের জন্য হালাল আল্লাহর উপর আস্থা রাখুন এবং তাদের প্রতীক্ষায় প্রতিটি ওৎ পেতে থাকার স্থানে ওৎ পেতে থাকুন যেন তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা যায় »

১

সমস্ত কাফিররাই আপনাদের লক্ষ্যবস্তু কোনোরূপ ভিন্নতা ছাড়াই। হোক সে গো-পুজারী হিন্দু কিংবা নোংরা রাফিদা। হোক সে সেনাবিহিনী কিংবা পুলিশ সদস্যের কেউ কিংবা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কোনো গুপ্তচর। হোক সে গণতন্ত্রের পূজারী কিংবা বাল'আম ইবন বাউরার অনুসারী।

২

কুফফারদের উপর আকস্মিক হামলা করুন এবং তাদেরকে লক্ষ্যবস্তু বানান যখন তারা পরিবারের সাথে থাকে এবং মুরতাদদের নির্মূল করে দিন এমনকি যদিও তাকে ইবাদাত করা অবস্থায় দেখেন।

৩

আপনাদের সাথে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। তাদের গাড়িচাপা দিন, পাথর দিয়ে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন! ছুড়ি কিংবা কুড়াল দিয়ে আলাদা করে দিন তাদের গর্দানগুলো।

৪

আপনার ঈমানের আগুন দ্বারা তাদের ঘরগুলো জ্বালিয়ে দিন। অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে দুর্বল করে দিন! তাদের সম্পদসমূহ নিশ্চিহ্ন করে দিন। তাদের গোডাউন ও কৃষিজমিগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দিন।

৫

তাদের পানীয়গুলোতে বিষ মিশিয়ে দিন, বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা তাদের শ্বাসরোধ করুন! তাদের খাবারে রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দিন। আপনার কাছে যা কিছু আছে তাই দিয়ে তাদের ধ্বংস করুন।
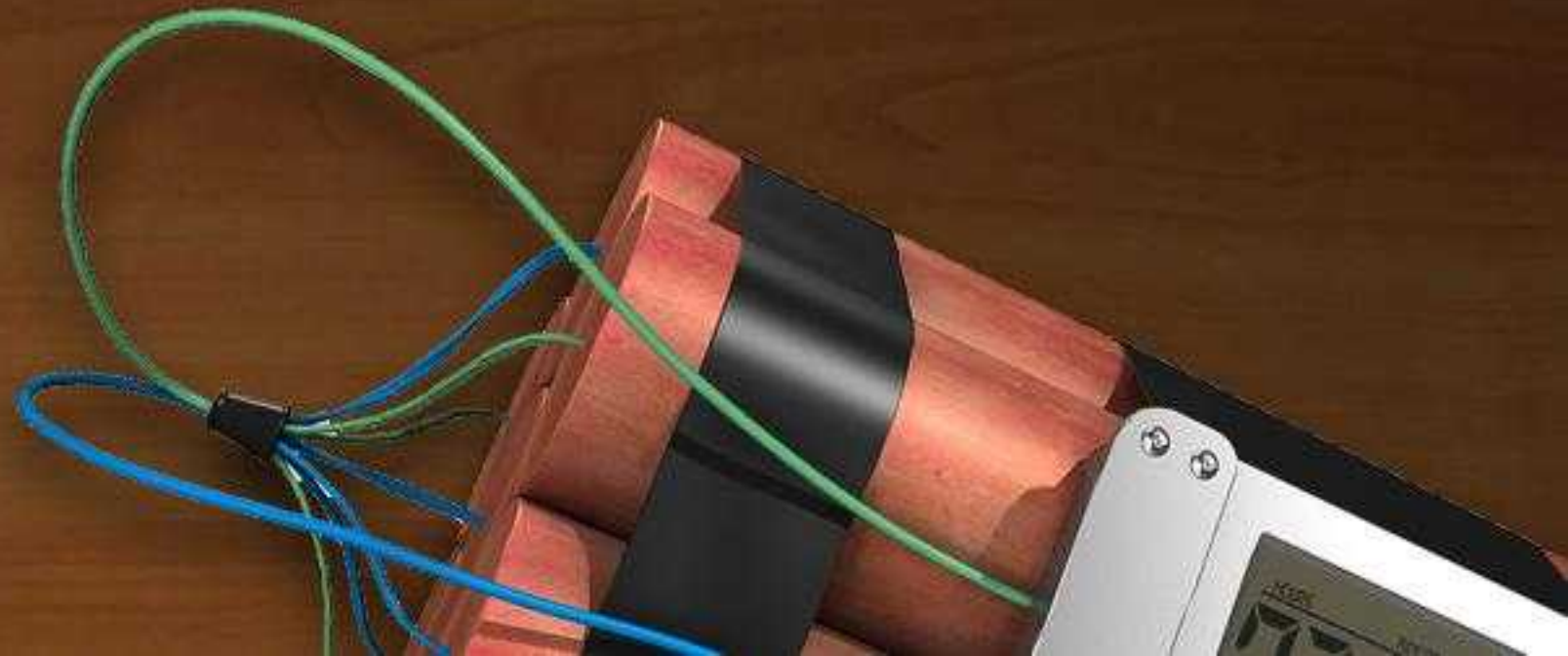
আবু হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, যদি সে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমানের কারণে বের হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ (সুবঃ) ঘোষণা দেন যে, ‘আমি তাকে তার পুণ্য বা গানীমাত (ও বাহন) সহ ঘরে ফিরিয়ে আনব (যদি সে বেঁচে যায়), কিংবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব (যদি সে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়)’
আর আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি মনে না করতাম তবে কোন সেনাদলের সঙ্গে না গিয়ে বসে থাকতাম না। আমি অবশ্যই এটা ভালবাসি যে, আল্লাহর রাস্তায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, পুনরায় নিহত হই”
(সহিহ আল বুখারিঃ ৩৬)
صوت الهند
সউত-আল-হিন্দ
হিন্দে খিলাফাহ’র সাহায্যকারী
শা’বান - ১৪৪১ হিজরি